প্রথম আলো

তারিখ ... 14 NOV 2008
পৃষ্ঠা - ৩ কলাম ৫

উচ্চশিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে যৌন নিপীড়ন নিরোধে চূড়ান্ত নীতিমালা হস্তান্তর

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

যৌন নিপীড়ন নিরোধ নীতিমালা তৈরির কাজ শেষ করেছে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি)। দেশের উচ্চশিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে যৌন নিপীড়ন নিরোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ, সচেতনতামূলক উদ্যোগ ও গ্রহণযোগ্য আচরণবিধি প্রণয়নের সুপারিশসহ চূড়ান্ত নীতিমালাটি গতকাল বৃহস্পতিবার ইউজিসির চেয়ারম্যানের কাছে হস্তান্তর করেছে নীতিমালা প্রণয়ন কমিটি।

এ সময় কমিটির আহ্বায়ক ড. এ এইচ এম জেহাদুল করীম বলেন, সবার প্রচেষ্টায় নীতিমালাটি দ্রুততম সময়ে করা সম্ভব হয়েছে। ইউজিসির চেয়ারম্যান অধ্যাপক নজরুল ইসলাম বলেন, 'প্রস্তুতকৃত নীতিমালা সুপারিশসহ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে আজকেই পাঠিয়ে দেওয়া হবে। বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার নীতিমালার প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে বেশ তৎপর। উপদেষ্টা পরিষদের আগামী বৈঠকেই বিষয়টি চূড়ান্ত করার প্রস্তাব আসতে পারে।' তিনি আরও বলেন, মূল বিষয় হলো নীতিমালার বাস্তবায়ন। এর জন্য ব্যাপক জনসচেতনতা গড়ে তোলাও সম্ভব।

নীতিমালা প্রণয়ন কমিটির সদস্য ও বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সভাপতি আয়েশা খানম নীতিমালা প্রণয়নে ইতিবাচক ভূমিকা রাখায় ইউজিসির প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান। চেয়ারম্যানকে তিনি নীতিমালা বাস্তবায়নে জোর সুপারিশ করার আহ্বান জানিয়ে বলেন, এটা নারী আন্দোলনের দীর্ঘদিনের চাওয়ার বিষয় ছিল। বিভিন্ন পর্যায়ের মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণের পর যৌন নির্যাতন-নিপীড়ন নিরোধে যে দিকনির্দেশনা তৈরি করা হয়েছে, সেটা যেন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বাধাগ্রস্ত না হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মেহতাব খানম চূড়ান্ত নীতিমালা নিয়ে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আবারও মতবিনিময়ে বসার আহ্বান জানান।

নীতিমালা হস্তান্তরের সময় আরও উপস্থিত ছিলেন ইউজিসির সদস্য ড. আমেনা বেগম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর আ কা ফিরোজ আহমদ, বাংলাদেশ মহিলা আইনজীবী সমিতির নির্বাহী পরিচালক সালমা আলীসহ কমিটির অন্যান্য সদস্য।

সরকারের নির্দেশ পেয়ে গত ২০ জুলাই বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন উচ্চশিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে যৌন নিপীড়ন নিরোধ নীতিমালা প্রণয়নের কাজ শুরু করে। ইউজিসির সদস্য ড. এ এইচ এম জেহাদুল করীমকে আহ্বায়ক করে দেশের শিক্ষাবিদ, নারীনেত্রী, সুশীলসমাজের প্রতিনিধির সমন্বয়ে গঠিত ১৬ সদস্যের কমিটি গত আগস্ট থেকে কাজ শুরু করে।